খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ২৬শে জুন, ২০১৫ তারিখে বায়তুল ফুতুহ্ লণ্ডন এ প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

সুতরাং এই দিনগুলো যা খোদার কৃপায় পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি এবং দোয়া গ্রহণের জন্য আল্লাহ্ আমাদেরকে দিয়েছেন এ দিনগুলোতে এদিকে মনযোগ দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। যে যে বিষয়ে অহংকার সৃষ্টি হয়অথবা যে বিষয় আমাদের বিনয় এবং আমাদের দীনতার পথে বাধ সাধে বা যে বিষয় পরিবেশে অশান্তি এবং নৈরাজ্যের কারণ হতে পারে। তা খোদার দরবারে বিনত হয়ে, তাঁর কাছে সাহায্য যাচনা করে দূরীভূত করার চেষ্টা করা উচিত।

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত মসীহ্মওউদ (আ.) বলেন, আমাদের জামাতের কেবল তর্ক-বিতর্কের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়, এটি মূল উদ্দেশ্য নয়। আত্মশুদ্ধি এবং সংশোধন আবশ্যক যে উদ্দেশ্যে বা যার জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন।

সুতরাং তিনি (আ.) চান যে, জামাতের সদস্যদের মাঝে যেন ব্যবহারিক পরিবর্তন আসে। যখন তিনি বলেন যে, শুধু তর্ক-বিতর্কের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না এর অর্থ হলো শুধু কথার খৈ ফুটাবে না বা কথার মাঝেই সিমীত থেকো না। এটি যেন না হয় যে, যেখানে নিজের স্বার্থ দেখবে সেখানেই কথা পরিবর্তন করে বসবে বা নৈতিকতার মানকে জলাঞ্জলী দিবে। বরং ঈমান এবং খোদার কথার ওপর আমল করা, আত্মসংশোধন এবং নফসকে সর্বদা পবিত্র রাখা যেন তোমাদের জীবনের বৈশিষ্ট্য হয়ে যায়। আর যখন এমন হবে তখনই তাঁর হাতে বয়াত করা অর্থবহ হবে আর এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'লা তাকে (আ.) প্রেরণ করেছেন।

সুতরাং একজন আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত, তাঁর (আ.) হাতে বয়াত গ্রহণকে অর্থবহ করে তোলার জন্য খোদাতা'লার নির্দেশাবলীর প্রতি সজাগ এবং সচেতন দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন এবং সেগুলো মেনে চলা প্রয়োজন আর আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, খোদার সন্তুষ্টিই যেন আমাদের লক্ষ্য হয়।

গত খুতবায় আমি বলেছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি তোমরা দোয়া গৃহীত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখতে চাও তাহলে فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي-এর ওপর আমল কর, আমার নির্দেশাবলী শিরোধার্য কর।

খোদা তা'লার নির্দেশাবলী শিরোধার্য করার অর্থ কী? এর অর্থ হলো আমাদের সব শক্তি-সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে খোদার নির্দেশ মেনে চলা। নিজেদের জীবনকে খোদার নির্দেশের অধীনে অতিবাহিত করা।

সুতরাং রমজানের এই বিশেষ পরিবেশে আমাদের আত্ম-জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমরা খোদা তা'লার নির্দেশাবলীকতটা শিরোধার্য করছি? যদি আমরা এমনটি না করি তাহলে এ সব কেবল মৌখিক দাবী হবে যে, আমরা খোদার নির্দেশাবলী মান্য করি। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে অগণিত নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের সর্বদা এ সব আদেশ-নিষেধকে নিজেদের সামনে রাখা উচিত যেন আত্মশুদ্ধির প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা যে সকল নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলোর কিছু এখন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি যেগুলো আমাদের আত্মার পরিশুদ্ধির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি সমাজে প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা এবং শান্তির পরিবেশ গড়ে তুলে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

وَعِبَادُالرَّحْمٰنِالَّذِينَيَمْشُونَعَلَىالْأَرْضِهَوْنًاوَإِذَاخَاطَبَهُمُالْجَاهِلُونَقَالُواسَلَامًا

আর তারাইরহমান খোদার প্রকৃত বান্দা যারা বিনম্রতা, নম্রতা এবং গাম্ভীর্যের সাথে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে, অহংকার করে না আর যখন অজ্ঞরা তাদেরকে সম্বোধন করে বা কিছু বলে তখন তারা বিতন্ডায় লিপ্ত হয় না বরং বলে যে, আমরা তো তোমাদের শান্তির জন্য দোয়া করি।

সুতরাং অতি স্বল্প ভাষায় চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লব আনয়নকারী সেই মহান শিক্ষার চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিয়ে এসেছিলেন। আর তাঁর মান্যকারীরা, তাঁর সাহাবীরা এই চারিত্রিক সৌন্দর্য নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করেছিলেন।

সেই যুগে যখন পৃথিবী অন্ধকারে বা অমানিশায় নিমজ্জিত ছিল আর শয়তানের থাবা কবলিত ছিল,স্বার্থপরতা, অহংকার, গর্ব ,বিদ্বেষ এবং ফিতনা ও নৈরাজ্য পৃথিবীকে ধ্বংসের গহ্বরে ঠেলে দিয়েছিল, তখন মহানবী (সা.) মানুষকে শুধু উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বিনয় ও নম্রতার শিক্ষাই দেন নি বরং এমন মানুষ সৃষ্টি করেছেন যারা এই আয়াতের বাস্তব বাপ্রত্যক্ষ চিত্র ছিলেন।

আজও পৃথিবীর অবস্থা এমনই আর এই যুগেও আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাসকে প্রেরণ করে তাঁকে **ইবাদুর রহমান** বান্দাদের সমন্বয়ে এমন জামাত গঠনের জন্য প্রত্যাদিষ্ট করেছেন।

তাই, তাঁর জামাতের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই মানদন্ড এবং মাপকাঠি নিজেদের সামনে রাখা প্রয়োজন। আয়াতে ইবাদুর রহমান বান্দাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে বলেছেন যে,

يَمْشُونَعَلَىالْأَرْضِهَوْنًا অর্থাৎ তারা ভূপৃষ্ঠে শান্তিপূর্ণভাবে, গাম্ভীর্য ও বিনয়ের সাথে এবং অহংকার মুক্তভাবে চলাফেরা করে।

সুতরাং রমজান যাতে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে আমাদেরকে এই শুভ সংবাদ দিচ্ছেন- এতে দোযখের দ্বার বন্ধ করে দেয়া হয় এবং জান্নাতের দ্বার খুলে দেয়া হয় আর আল্লাহ্ তা'লাও বান্দাদের নিকটতর হয়ে যান।

খোদা তা'লা তো সর্বদা এবং সর্বত্র বিরাজমান। আল্লাহ্ তা'লার নিকটতরহওয়ার অর্থ হলো, এই সময়তিনি নেক কর্মের বর্ধিত প্রতিদান দেন এবং দোয়া কবুল করেন। সুতরাং প্রত্যেক এমন ব্যক্তির যে ঈমান আনার দাবী করে, প্রত্যেক আহমদীর- যে প্রকৃত মুসলমানও রহমান খোদার বান্দা হওয়ার জন্য মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিত প্রাণ দাসের হাতে বয়াত করেছে তাকে আত্ম জিজ্ঞাসার পথ অনুসরণের মাধ্যমে, বিনয় প্রদর্শন করে, অহংকার দূর করে, নিজ সমাজে, গৃহে এবং পরিবেশে ঝগড়া-বিবাদ নিরসনের প্রচেষ্টায় শান্তি এবং নিরাপত্তার প্রসার ও বিস্তার করা উচিত।

রসূলে করীম (সা.) এই বিষয়েস্বীয় উত্তম আদর্শ আমাদের সামনে উপস্থাপন করে দেখিয়েছেন এবং বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন উপলক্ষে নসীহতও করেছেন। মহানবী (সা.) বলেন,আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বলেছেন, এতটা বিনয়ী হও বা বিনয়ের পন্থা অবলম্বন কর যেন কেউ কারো প্রতি অহংকার না করে।

একবার এক ইহুদী হযরত মূসা (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করলে মুসলমান কঠোর ভাষায় বলে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মর্যাদা সবচেয়ে উঁচু। তখন সেই ইহুদী মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে বলে, এই উক্তির মাধ্যমে আমাকে মনোকষ্ট দেয়া হয়েছে। তখন সমগ্র নবী কুলের সরদার বলেন,

আমাকে মূসার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতে যেয়ো না। এটি সেই মহান আদর্শ যার মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতএব এটি সেই সকল লোকদের জন্যও উত্তর যারা এই শান্তি-সন্ধি এবং মিমাংসার যুবরাজ, বাদশাহ্‌র উপর অপবাদ আরোপ করে, তাঁর কারণে পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে।

আর এটি সেই সকল লোকদের জন্যও আদর্শ এবং শিক্ষনীয় বিষয় যারা মহানবী (সা.)-এর নাম ভাঙ্গিয়ে যুলুম এবং বর্বরতা মূলক ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে।

তবে মনে রাখতে হবে, আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার দাবী করি আজকের এই বিশ্বে এসকল অপবাদ আরোপকারীদের অপবাদ খণ্ডনের দায়িত্ব আমাদের ওপর ন্যস্ত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে নসীহত করতে গিয়ে বলেন, আমি আমার জামাতকে নসীহত করছি যে, তোমরা অহংকার পরিহার কর কেননা আমাদের মহা সম্মানিত খোদার দৃষ্টিতে অহংকার চরম ঘৃণ্য বিষয়। যে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের কথা বিনয়ের সাথে শুনতে চায় না এবং মুখ ফিরিয়ে নেয় সেও অহংকার থেকে অংশ পেয়েছে। চেষ্টা কর যেন অহংকারের কোন লেশমাত্রও তোমাদের মাঝে না থাকে, যেনধ্বংস না হয়ে যাও আর যেন তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজনসহ মুক্তি প্রাপ্ত হতে পার। খোদা তা'লার প্রতি ঝুঁক বা বিনত হও। আর এ পৃথিবীতে মানুষ কাউকে সর্বোচ্চ যতটা ভালোবাসা দিতে পারে বা ভালোবাসতে পারে সেই ভালবাসা আল্লাহ্‌কে দাও আর পৃথিবীতে কাউকে যতটা ভয় করা সম্ভব তোমরা খোদা তা'লাকে সেই ভয় কর। তোমরা পবিত্র হৃদয় এবং পবিত্র সংকল্পের অধিকারী হয়ে যাও। বিনয় এবং দীনতা অবলম্বন কর। নিরীহ মানুষের মত আচরণ কর যেন তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা হয়।

সুতরাং এটি হলো সেই অবস্থা যা আমাদের প্রত্যেককে নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করা উচিত। এই দিনগুলোতে এই চেষ্টার সাথে সকল প্রকার অহংকারও দূরীভূত করার চেষ্টা করা উচিত। শান্তি প্রসারের চেষ্টা করা উচিত। **আর এর জন্য দোয়ার প্রতিও সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।** নিছক কামনা বাসনা নিয়ে তার দরবারে না আসে। শুধু ব্যক্তিগত প্রয়োজন যেন না হয় এবং এমন যেনও না হয়,শুধুমাত্র কোন প্রয়োজন দেখা দিলেই আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হয়।

তিনি (আ.) বলেন,খাঁটি এবং বিশুদ্ধচিত্তে তাঁর সামনে বিনত হওয়া উচিত। নিছক কামনা বাসনার বশীভূত না হয়ে খাঁটি এবং বিশুদ্ধচিত্তে তাঁর দরবারে বিনত হওয়া আবশ্যক। যে এভাবে ঝুঁকে বা বিনত হয়, তার কোন কষ্ট হয় না, সকল সমস্যা থেকে অবলিলায় বেরিয়ে আসে। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেন:

وَمَن يَتَّقِاللَّهَيَجْعَللَّهُمَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُمِنْحَيْثُلَايَحْتَسِبُ

এখানে রিযিক বলতে শুধু খাদ্য বা রুটি বুঝায় না বরং সম্মান, জ্ঞান এক কথায় সবকিছুই যা মানুষের প্রয়োজন রয়েছে এর অন্তর্ভূক্ত। যে খোদার সাথে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক রাখে সে কখনও ব্যর্থ হয় না।

সুতরাং এই দিনগুলো যা খোদার কৃপায় পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি এবং দোয়া গ্রহণের জন্য আল্লাহ্ আমাদেরকে দিয়েছেন এ দিনগুলোতে এদিকে মনযোগ দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। যে যে বিষয়ে অহংকার সৃষ্টি হয়অথবা যে বিষয় আমাদের বিনয় এবং আমাদের দীনতার পথে বাধ সাধে বা যে বিষয় পরিবেশে অশান্তি এবং নৈরাজ্যের কারণ হতে পারে। তা খোদার দরবারে বিনত হয়ে, তাঁর কাছে সাহায্য যাচনা করে দূরীভূত করার চেষ্টা করা উচিত। ।যেন আমাদের সত্তা সর্বত্র শান্তি প্রসারকারী সত্তায় পরিণত হয়। অশান্তি এবং নৈরাজ্য প্রসারের যেন কারণ না হয়। আল্লাহ্ তা'লা অধিকার বা প্রাপ্য প্রদান, শান্তির প্রসার আর অহংকার এড়ানোর উদ্দেশ্য এক স্থানে এভাবে নসীহত করেছেন যে,

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهٖ شَيْـًٔا ۖ وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا

আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত কর। তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক বা সমকক্ষ দাঁড় করাবে না। আর পিতামাতার প্রতি সদয় হও, নিকট আত্মীয়ের সাথেও, এতিমদের সাথেও আর মিসকিনদের সাথেও। আত্মীয় প্রতিবেশী আর অনাত্মীয় প্রতিবেশী তোমাদের সাথে যাদের উঠাবসা আর মুসাফির এবং তাদের সাথেও যারা তোমাদের ডান হস্তের অধীনস্ত। তাদের সবার প্রতি অনুগ্রহ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা তাকে পছন্দ করেন না যে অহংকারী এবং দাম্ভিক।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করার নসীহত এবং শিরক্ থেকে বারনের পর কিছু অধিকার বা প্রাপ্য প্রদানের প্রতি মনযোগ আকর্ষন করা হয়েছে। রমজান যেখানে ইবাদতের প্রতি মনযোগ আকর্ষন করে, এটি সেখানে সামাজিক অধিকার প্রদানের প্রতিও মনযোগ আকর্ষণ করে থাকে। এই দিনগুলোতে এই অধিকার প্রদান বা প্রাপ্য প্রদান করা মু'মিনের জন্য আবশ্যক। কিন্তু রমজান মাস এমন যে মাসে আমরা এই অভ্যাস রপ্ত করতে পারি। রমজানের এই দিনগুলোতে যদি এই অভ্যাস হয়ে যায়, তাহলে এই অভ্যাসকে স্থায়ীভাবে জীবনের অংশ বানিয়ে নেয়া উচিত ।

যদি এই অধিকার প্রদান যদি না করি তাহলে নিছক বাহ্যিক ইবাদত বা ইবাদতের ফলে মু'মিনের সেই সমস্ত লক্ষ্য অর্জিত হবে না যা রমজানের উদ্দেশ্য। রমজানের উদ্দেশ্য হলো- যে পরিবর্তন আসে তা যেন জীবনের স্থায়ী অংশ হয়ে যায়। বিশেষ করে ইবাদত।এই মাসে যে ইবাদত করব সেটি যেন জীবনের স্থায়ী অংশ হয়ে হয়। মানুষের অধিকার প্রদানের প্রতি এই মাসে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে তা যেন জীবনের স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।

এক হাদীসে বণির্ত হয়েছে, মহানবী (সা.) মানুষের অধিকার প্রদান, গরীব এবং মিসকিনদের সাহায্যার্থে এই দিনগুলোতে এত বেশী দান খয়রাত করতেন, হাত এতে এতো বেশী প্রসারিত করতেন,বর্ণিত হয়েছে, তাঁর দানশীলতা প্রবল তুফানের চেয়েও গতিশীল ছিল। সাধারণ দিনগুলোতেও তাঁর দানশীলতার মান এত উন্নত ছিল যে, অন্য কেউ সেই মানে পৌঁছতেই পারত না অতএব আল্লাহ্ তা'লা সকল ইবাদতকারীর কাছে সেই সকল উন্নত ব্যবহারের আশা রাখেন এবং তার নির্দেশ দেন যা বিনয়ের সাথে এক মু'মিনের পালন করা উচিত। এসকল অধিকার প্রদান বা প্রাপ্য প্রদান অনেক বড় কোন বিষয় নয়। অন্যের প্রাপ্য প্রদান করা এটি কোন বড় ব্যাপার নয় বরং সব মু'মিনের জন্য এটি আবশ্যক। অধিকার প্রদান বা প্রাপ্য দিলেই ইবাদত গৃহীত হয় যেভাবে এই আয়াত থেকে এটি স্পষ্ট।

এ সকল অধিকার বা প্রাপ্যের মাঝে পিতা-মাতার অধিকারও রয়েছে, আত্মীয় স্বজনের প্রাপ্য, এতীমদের, মিসকিনদের, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীদের অধিকার রয়েছে, অনাত্মীয় প্রতিবেশীদের প্রাপ্য রয়েছে, বিভিন্ন সময়ে যারা সাথে উঠা বসা করে এমন লোকদের কিছু পাওয়ার আছে বা তাদের কিছু প্রাপ্য রয়েছে। মুসাফিরদের অধিকার রয়েছে আর যারা আমাদের দয়ামায়ার ওপর নির্ভর করে, আমাদের অধীনস্ত, তাদেরও অধিকার বা প্রাপ্য রয়েছে। এক কথায় এই একমাত্র আয়াতে সমগ্র মানবতার প্রতি খেয়াল রাখা তাদের অধিকার প্রদানের বিষয়টি পরিবেষ্টন করে তাদের অধিকার প্রদানের প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে বরং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পিতা মাতার প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে কুরআনের অন্যত্রও নির্দেশ রয়েছে। তাদের সেবা করা, তাদের যত্ন নেয়া সন্তান সন্ততির জন্য আবশ্যক আর এটি কোন অনুগ্রহ নয়। আত্মীয় স্বজনের অধিকার রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে যদি স্বামী স্ত্রী পরস্পরের আত্মীয় স্বজনের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে,শ্বশুর পক্ষের আত্মীয় স্বজনের প্রাপ্য যদি দেয় যা সম্পর্কে আল্লাহ্‌রও নির্দেশ রয়েছে যে, রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়ের বিষয়ে সাবধান থাকবে। এর প্রতি যদি খেয়াল রাখা হয় তাহলে পারিবারিক অনেক ঝগড়া বিবাদের নিরসন ঘটতে পারে। প্রেম প্রীতি ভালবাসাপূর্ণ পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে। যে সকল ঘরে এমন ঝগড়া বিবাদ রয়েছে অনেক বিষয় এমন সামনে আসে, এ দিনগুলোতে তাদের বিশেষভাবে ভাবা উচিত। হঠকারিতা এবং অহমিকার দাসত্ব করার পরিবর্তে ঘরের পরিবেশকে সুন্দর করার চেষ্টা করা উচিত।

এরপর এতিমদের দেখাশুনা, খবরাখবর রাখা অনেক বড় একটি দায়িত্ব। তাদেরকে সমাজের কল্যাণকর শ্রেণীতে পরিণত করার চেষ্টা করা উচিত। তাদের প্রাপ্য বা অধিকার প্রদানের বিষয়ের ওপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) এত গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি এবং এতিমের দেখাশুনাকারী জান্নাতে সেভাবে অবস্থান করব যেভাবে এই দুই আঙ্গুল একসাথে অবস্থান করে অর্থাৎ আমাদের সম্পর্ক বড় কাছের হবে। তো এর গুরুত্বকে জামাতের সদস্যদের সবসময় দৃষ্টিতে রাখা উচিত।

এটি সেই সুন্দর শিক্ষা যা প্রেম এবং ভালবাসার প্রসার ঘটিয়ে থাকে আর মিমাংসা ও সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি করে আর পরিবেশের শান্তি এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়।

এরপর মুসাফিরদের অধিকার প্রদানের বা প্রাপ্য প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এই বাক্যগুলোতে বা শব্দগুলোতে অধিকার প্রদানের বিষয়টিকে স্বামী স্ত্রীর অধিকার প্রদান, বন্ধু, সাথী, সঙ্গী, সহকর্মীদের গন্ডি পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছে। অধীনস্ত এবং মালিকর বিষয়টিকেও আলোচনা করা হয়েছে। এরপর **ওয়ামা মালাকাত আইমানুকুম** বলে সকল প্রকার অধীনস্ত এবং যারা কর্তারদয়া মায়ার ওপর নির্ভর করে তাদের অধিকারের প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে।

এই সকল প্রাপ্য অধিকারের কথা বলার পর তিনি বলেন, যদি এই অধিকার প্রদান না কর তাহলে তোমাদের মাঝে অহঙ্কার এবং আত্মম্ভরিতা রয়েছে, দম্ভ রয়েছে যা খোদার দৃষ্টিতে খুবই অপছন্দনীয়।

এই হলো ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষা যা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা এবং সকল শ্রেণীর মানুষের অধিকার প্রদানের শিক্ষা। সুতরাং যে দিনগুলো আমাদের নাগালের ভিতর রয়েছে। যে দিনগুলোতে খোদা স্বয়ং আমাদের কাছে আসেন। আর আল্লাহ্ তা'লাও সে সবলোকদের স্বীয় পুরস্কারে ভূষিত করতে চান যারা তাঁর অধিকার প্রদান করবে, ইবাদতের দায়িত্ব পালন করবে এবং তাঁর বান্দাদের প্রাপ্যও প্রদান করবে।

সুতরাং যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, বিনয়ের সাথে এসব অধিকার প্রদানের প্রতি আমাদের বিশেষ মনযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। রমজানের একটি বিশেষ পরিবেশের কারণে এই দিনগুলো আল্লাহ্‌র ইবাদতের দায়িত্ব পালনের প্রতিও মনযোগ আকর্ষণ করে আর অন্যান্য পুণ্যের প্রতিও মনযোগ আকর্ষণ করে । যত বেশী পারা যায় এই দিনগুলো থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। যদি আমরা চাই যে, আমাদের ইবাদত গৃহীত হোক তাহলে খোদার বান্দাদের অধিকার প্রদানের প্রতি বিশেষ মনযোগ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে,

যদি তোমরা চাও, স্বর্গে খোদা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন তাহলে তোমরা একই মায়ের পেটের দুই সহোদরের মত হয়ে যাও। তোমরা অধীনস্তদের এবং স্ত্রীদের আর দরিদ্র ভাইদের প্রতি দয়াদ্র হও।যেন স্বর্গে তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা যায়। তোমরা সত্যিকার অর্থে তাঁর হয়ে যাও যেন তিনিও তোমাদের হয়ে যান।

তিনি অপর এক জায়গায় বলেন, যে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু লাভ করতে চায় তার উচিত হবে পুণ্য কর্মের বিষয়ে অনুপ্রাণিত হওয়া। আর সৃষ্টির উপকার করা।

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে ইবাদতের পাশাপাশি অন্য সব অধিকার অর্থাৎ বান্দার প্রাপ্য প্রদানের তৌফিক দিন। আর আমরা সত্যিকার অর্থে যেন রহমান খোদার বান্দা হয়ে যাই। আর এই রমজানে খোদার নৈকট্য পূর্বের তুলনায় যেন অধিক লাভ করতে পারি এবং স্থায়ীভাবে তাকে যেন জীবনের অঙ্গীভূত বা অংশ করে নিতে পারি।

দ্বিতীয়া জানাযা গায়েব হবে জনাব **মৌলভী মুহাম্মদ আহমদ সাকেব সাহেবের।** যিনি ওয়াকফে জিন্দেগী। জামেয়া আহমদীয়ার সাবেক শিক্ষক। ২০১৫ সনের ১৮ই মে সংক্ষিপ্ত অসুস্থতার পর ৯৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। মাগফিরাত করুন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar, 26th June 2015)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

TO .....

.....

.....

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B